রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.০৬২– উপমহাদেশের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকর গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভারতের মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

২। লতা মঙ্গেশকর-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৪ মাঘ ১৪২৮/০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৪ মাঘ ১৪২৮
ঢাকা: ----------
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

উপমহাদেশের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকর গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ভারতের মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

লতা মঙ্গেশকর ১৯২৯ সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠা লতা মঙ্গেশকর কিশোর বয়সে মারাঠি ছবিতে গানের মাধ্যমে সঙ্গীতাঙ্গনে পদার্পণ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম হিন্দি ছবিতে প্লেব্যাক গায়িকা হিসাবে গান করেন। ১৯৪৯ সালে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'আয়েগা আনেওয়ালা' গানটি হিট হওয়ার পর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অনন্য কণ্ঠবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও প্রতিভাধর এই কণ্ঠশিল্পী তাঁর অনবদ্য গায়কীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন ভারতীয় উপমহাদেশের সুর সম্রাজ্ঞী।

ধ্রুপদী কণ্ঠের অধিকারী লতা মঙ্গেশকর সঙ্গীত জীবনের সূচনা লগ্নেই অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে উপমহাদেশের সঙ্গীতজগতে স্বীয় অবস্থান সুসংহত করেন। অসাধারণ গায়কী গুণসম্পন্ন এই শিল্পী সুদীর্ঘ প্রায় আট দশকে ৪০টি ভাষায় প্রায় ৩৫ হাজার গান গেয়েছেন। এর মধ্যে 'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে'; 'আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন'; 'ও মোর ময়না গো'; 'ও পলাশ ও শিমুল'; 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে'সহ অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি।

প্রায় আট দশকের সঙ্গীত জীবনে লতা মঙ্গেশকর বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে চারবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অর্জন করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে তিনি ফিল্মফেয়ার আজীবন সম্মাননা পুরস্কার এবং ১৯৯৪ ও ২০০৪ সালে ফিল্মফেয়ার বিশেষ পুরস্কার অর্জন করেন। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট পুরস্কার ছাড়াও তিনি ২০০১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ভারতরত্নে ভূষিত হন। এছাড়া ফ্রান্স সরকার তাদের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাব প্রদান করেন লতা মঙ্গেশকরকে।

সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন এবং শরণার্থীদের সহায়তার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে গান গেয়ে তহবিল সংগ্রহ করেন। একইসাথে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তার জন্য ভারতীয় বিভিন্ন বিখ্যাত শিল্পীগণের সঙ্গেও সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তিনি। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের জন্য বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। বিশেষ করে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণের সঙ্গে তিনি একান্ত সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭২ সালে 'রক্তাক্ত বাংলা' নামে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছিল; সেই চলচ্চিত্রে প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর 'ও দাদাভাই' নামক জনপ্রিয় এই গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর।

লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে উপমহাদেশের সংগীতজগতে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd